৩২ মাসের নাটকীয়তার অবসান, ফিরলো হৃদয়ের মরদেহ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বহুল আলোচিত ‘আশা অফিস হৃদয় নিখোঁজ’ নাটকের শেষ দৃশ্য হাজির হয়েছে ৩২ মাস পর। অবশেষে মালয়েশিয়া থেকে দেশে ফিরেছে হৃদয় হোসেনের মরদেহ।

২০২২ সালের ২ অক্টোবর সকালে গাংনীর বাওট এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি এনজিও “আশা”র অফিসে সিঁড়ি ও কক্ষে রক্তের ছোপ ছোপ দাগ দেখা গেলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেইসঙ্গে নিখোঁজ হন ওই অফিসের পিওন ও বাবুর্চি হিসেবে কর্মরত ১৮ বছর বয়সী হৃদয় হোসেন।

ঘটনার পরপরই উত্তেজিত জনতা অফিসের শাখা ব্যবস্থাপক আমিনুল ইসলামকে আটক করে বেদম মারধরের পর পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

পরিবারের অভিযোগ ছিল- ১ অক্টোবর রাতে হৃদয়কে ম্যানেজার আমিনুল ইসলামসহ কয়েকজন লোক বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। তারা হৃদয়ের পরিবারের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করেও হৃদয়কে আর ফেরত না পাঠিয়ে পরদিন সকালে ‘রক্তমাখা অফিস’ রেখে উধাও হয়ে যায়।

হৃদয়ের পরিবার দাবি করে, অফিসের মাঠকর্মী ও শাখা ব্যবস্থাপকের মধ্যে অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও হৃদয় ধারণ করে ফেলেছিলো। সে ভিডিও নিয়ে হৃদয়কে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। মনে হচ্ছে, পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করে মরদেহ গুম করা হয়েছে। ঘটনার সময় এই অভিযোগে উত্তপ্ত হয় পুরো বাওট এলাকা। এনজিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষুব্ধ জনতা। পরিবারও দাবি করে আসছিল হৃদয়কে হত্যার পর তার লাশ গুম করা হয়েছে।

তবে সেই নাটকের মোড় ঘুরল ৩২ মাস পর। হঠাৎ করেই হৃদয়ের মৃত্যু সংবাদ পাওয়া যায় মালয়েশিয়া থেকে। জানা যায়, দীর্ঘদিন মালয়েশিয়ায় অবস্থানরত হৃদয় সেখানে অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। পরে আইনি প্রক্রিয়া শেষে তার মরদেহ দেশে আনা হয়।

স্থানীয়দের মধ্যে চলছে ভিন্নমত, বাওট এলাকায় এই ঘটনা ঘিরে নতুন করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। কেউ বলছেন, এতো বছর ধরে পরিবারের দাবি ছিল ছেলে গুম বা হত্যা হয়েছে। কিন্তু সে যে বিদেশে ছিল, এটা গোপন ছিল কীভাবে? তাহলে কি পুরো ঘটনাটাই সাজানো ছিল?

আরও অনেকে বলছেন, হৃদয় হয়তো আশার অফিসে কোনো আর্থিক অনিয়ম বা অবৈধ কর্মকাণ্ড জেনে ফেলেছিল। পরে সেগুলো থেকে বাঁচতেই এই নাটক সাজানো হয়েছিল। কিংবা উল্টো হৃদয়ই কোনও অর্থ কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়ে আত্মগোপনে মালয়েশিয়া চলে যায়।

গাংনীর হৃদয় হত্যা মামলায় কমল চেয়ারম্যান কারাগারে

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার চরগোয়াল গ্রামের চাঞ্চল্যকর রিদয় হত্যা মামলার এজাহার নামীয় ১০ নম্বর আসামী ওবায়দুর রহমান কমলকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

সোমবার (৫ মে) দুপুরে বিজ্ঞ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন কররলে বিজ্ঞ বিচারক মোঃ জাহিদুর রহমান তাকে জামিন নামঞ্জুর করে জেল হাজতের প্রেরণের নির্দেশ দেন।

ওবায়দুর রহমান কমল বামন্দি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক। তিনি রামনগর গ্রামের বাগু বিশ্বাস এর ছেলে।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলার গাংনী থানাধীন চরগোয়ালগ্রামে ঈদগাহের গেট ভাঙ্গাকে কেন্দ্র করে বিরোধের সৃষ্টি হয়। সেই বিরোধের সূত্র ধরে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখ দুপুর ১২ টার দিকে এজাহারনামীয় আসামীগণ রিদয়কে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করে এবং হামলায় একাধিক ব্যক্তি আহত হয়।

হত্যা ও হামলার ঘটনায় নিহতের পিতা শাহাদত হোসেন বাদী হয়ে রামনগর গ্রামের আজাদ আলীর ছেলে জান্নাতকে প্রধান আসামি করে এজাহার নামীয় ১২জন অজ্ঞাত আরো ২০ থেকে ২৫ জনকে আসামি করে গাংনী থানার একটি হত্যা মামলা দায়ের করে। যার নম্বর ২৫, তারিখঃ ২৭/০২/২০২৫ ইং ধারা-১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩০৭/৩০২/৪২৭/৫০৬/৩৪ দঃ বিঃ

এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় মেহেরপুর জেলার প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়।

ওই মামলার ১০ আসামী ওবায়দুর রহমান কমল আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিনের আবেদন করলে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রাষ্ট্রপক্ষ তাকে সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করে। বিজ্ঞ আদালত এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করে জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নির্দেশ দেন। একই সাথে আসামীর জামিন আবেদন নাকোচ করে তাকে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণের আদেশ দেন।

রাষ্ট্রপক্ষের জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) ছিলেন এ এস এম সাইদুর রাজ্জাক টোটন।

উল্লেখ্য, ঘটনার দিন চলতি বছরের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৬ তারিখ বিকেলে মামলার এজহার নামীয় প্রধান আসামী রামনগর গ্রামের আজাদ আলীর ছেলে জান্নাত ও মামলার ছয় নম্বর এজাহার নামীয় আসামী সাইদুর রহমান মিলন মেম্বারকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে পাঠিয়েছে পুলিশ।